ତପୋଧନ

এস. পি. প্রোডাকসন্সের-
স্বপ্ন ও সাধনা
কর্ম্মীসঙ্ঘের পরিচালনায় •
শ্রে: সন্ধ্যা, জহর, নরেশ মিত্র
রেবা • পরেশ ব্যানার্জ্জি

নিউ সেঞ্চুরীর-
রায় চৌধুরী
কাহিনী ও পরিচালনা: শৈলজানন্দ
শ্রে: অহীন্দ্র, দেবী, প্রমীলা, পূর্ণিমা

নিউ থিয়েটার্সের-
অঞ্জনগড়
সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' অবলম্বনে
পরিচালনা: বিমল রায়
শ্রে: সুনন্দা, দেবী মুখার্জ্জি

পি. এন্. গাঙ্গুলী প্রোডাকসন্সের-
পরভৃতিকা
কাহিনী • • সীতা দেবী
পরিচালনা • বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
শ্রে: সরযু, নীলিমা, শিবশঙ্কর

আই. এন্. এ. পিক্চার্সের-
স্বয়ংসিদ্ধা
পরিচালনা: নরেশ মিত্র
কাহিনী: মনিলাল বন্দ্যো
শ্রে: নরেশ মিত্র, শিবশঙ্কর,
অমর বসু, দীপ্তি, উমা, বন্দনা

ডি লুক্স পিক্চার্সের-
ললিতা সখী
পরিচালনা • নির্ম্মল তালুকদার •
সঙ্গীত • রবীন চট্টোপাধ্যায় •
শ্রে: অনুভা, পূর্ণিমা, মিহির
নরেশ মিত্র, কমল, জহর

একমাত্র পরিবেশক:
ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

তপোভঙ্গের

কার্য্য কারণ সূত্র

এই কাহিনীর সুরু কর্লে কমলা,—জমিদার রামশশীবাবুর বড়মেয়ে যাত্রা শুন্তে শুন্তে ফিট্ হয়। এই ফিট্ হওয়ার মধ্যে যুক্তি থাক্ বা নাই থাক্—কারণ ছিল। সেই কারণের প্রথম কাণ্ড হচ্ছে—সীতা নির্ব্বাসন পালা; দ্বিতীয় কাণ্ড—সীতার হৃদয়বিদারক বিলাপ; তৃতীয় কাণ্ড—হঠাৎ কমলার নিজেকে সীতা বলে মনে করা; চতুর্থ কাণ্ড—ফিট্।

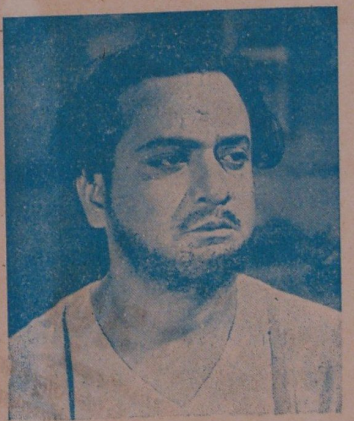

নিজেকে সীতা বলে মনে করার হেতু হচ্ছে সে বাল্য-বিবাহিতা। বিয়ের পর থেকে যৌবন-মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সে একদিনও স্বামী-সুখ পায়নি, কেননা স্বামী বিপুলের পিতৃদেব অবসরপ্রাপ্ত দুর্গাশঙ্কর পণ ক'রেছিলেন যে ছেলে বি-এ পাশ না কর্লে বৌ ঘরে আনবেন না। এর ফলে বিপুল চারবার বি-এ পাশ ক'রতে না পারার যোগ্যতা দেখালে এবং বউও ঘরে এলোনা।

কমলার ছোট বোন বিনতি অতঃপর ভাব্তে লাগলো কী করে বিপুলের সঙ্গে কমলার একটা মিলন ঘটানো যায়। সে সমীরকে দেশে আসবার জন্যে টেলিগ্রাম কর্লে। বিনতি ও সমীরের বোন কিটি এক সঙ্গে কলেজে পড়ে, সেই সূত্রে সমীরের সঙ্গে তার সম্প্রীতি, সে সম্প্রীতি এখন বাগ্দানে রূপান্তরিত হয়ে বিবাহের অপেক্ষায় আছে। সমীর এল, উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ পরামর্শ হ'ল এবং এই স্থির হ'ল যে তারা টেলিগ্রাম করা মাত্র কমলা যেন কোলকাতায় চলে আসে, থাক্বে সমীরের বাসায় কিটির কাছে।

রামশশীবাবু নিতান্ত শান্তিপ্রিয় ভীরু প্রকৃতির মানুষ—তিনি গোপনে স্বামী-স্ত্রীর দেখা করাকে বে-আইনী আখ্যা দিলেন এবং ছোট মেয়ের পীড়াপীড়িতে চুপকরে রইলেন। বেশী কথা বলা তাঁর অভ্যাস নয়, কেননা যে কোন মুহূর্ত্তেই হার্ট ফেল ক'রতে পারে, এই রকম একটা ধারণা থাকাতে তিনি সর্ব্বদাই গোবিন্দ চাকরের হাতে ওষুধের শিশি দিয়ে, তাকে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে থাকেন।

বাড়ীতে থেকে পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে বলে বিপুল বিশ্ব-বন্ধু হোটেলে একখানি ঘর ভাড়া নিলে। পূর্ব্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুসারে বিপুলের পাশের দু'খানি ঘর ভাড়া নিলে সমীর ও বনতি। উপরন্তু তার পেয়ে কমলাও এল কোলকাতায়।

স্ত্রীর ওপর রাগ ক'রে দুর্গাশঙ্কর গেলেন পুত্রবধূকে আনতে, গিয়ে শুনলেন সে কোলকাতায়। ক্রোধে স্ফীত হ'য়ে দুর্গাশঙ্কর বললেন— ওকে আমি ত্যাগ কর্লাম, ছেলের আবার বিয়ে দেবো। ওপরে ব'সে বিধাতা একটু মুচ্‌কে হাসলেন বিধাতার এই হাসির কারণ ছবিতে দেখুন।

সঙ্গীতাংশ

[১]

ভ্রমর যেথায় শুধায় গানে রঙীন ফুলে
তরী আমার যাক্‌না ভেসে
সেই কুলেগো সেই কুলে।
যেথা বাতাস চলে উদাসিয়া
দুলিয়ে দিয়ে বনের হিয়া
তরুণ চাঁদের আঁখির তীরে
চন্দ্র মলি দল খুলে।
তরী আমার যাক্‌না ভেসে
সেই কুলেগো সেই কুলে।

মনের দোসর সেথায় শুধু
বাজায় বাঁশী
চোখের কোলে জড়িয়ে আসে
স্বপন রাশি
হিয়া যেথায় হিয়ার লাগি
পরশ রাগে রয়গো জাগি
মাটির প্রেমে আকাশ যেথা
দিগন্তে ঐ রয় ভুলে।
তরী আমার যাক্‌না ভেসে
সেই কুলেগো সেই কুলে।

[২]

গোলাপের মুকুল গুলি
যেন গো চায় বলিতে
ওগো ও দখিন হাওয়া
ছুঁয়ে যাও পথ চলিতে
কোথা কোন বনের কুহু
কোথা কোন বনের কেকা
ফাগুনে বাদল মেশায়
একার লাগি সে কেন একা
মায়া-মৃগ দেয় না ধরা
যেনগো চায় ছলিতে।
জানিগো তোমার হাতে
ফাগুনের উদাস বেণু
ছড়াতে ধূলার বুকে
পিয়ালের ঝরা রেণু
পলাশের আবেশ নিয়ে
বনে কার স্বপন বোনা
আলো যে মেঘের কালোয়
সোহাগে জড়ায় সোনা
হৃদয়ের রং মেশায়ে
কেনগো চাও দলিতে।

[৩]

চাঁপা আর পারুলের
স্বপনের দেশে গো
অকারণ মোর গান
যায় বুঝি ভেসে গো

পলাশের কুম্ কুম্
গোলাপের রাঙা ঘুম
নুপুরের রুম্ ঝুম্
এই গানে মেশে গো।
পরীদের জলসায়
এই সুর বাজ্‌লো
ইন্দ্রধনুর রঙ
এই সুরে রাঙলো
এই গান উতরোল
দিয়ে যায় শুধু দোল
কোকিলের কুহু তানে
বাঁশরীর রেশে গো।

[৪]

যদি লেগে থাকে ভাল
মোর গান গুলি
প্রাণে রেখো তুলি
যদি নিশিথের ঘুমে
তোমারি স্বপন চুমে
সুর ওঠে দুলি
প্রাণে রেখো তুলি।
এ গানের সুরে দোলে
দোলে মোর পরিচয়
জয় কোরে মোরে দিলে
দিলে শুধু পরাজয়
খেলা ভাঙ্গিবার খেলা
খেলিয়া যাবার বেলা
যেয়োনাক ভুলি
প্রাণে রেখো তুলি।

প্রযোজক—রজনী পিকচার্স

তপোভঙ্গ

কাহিনী—বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
গীতিকার—শৈলেন রায়
শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরাণী
রসায়নাগারিক—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদক—সুকুমার বন্দ্যো
শিল্পনির্দ্দেশক—বটু সেন
স্থিরচিত্রী—কানাই দাস
রূপসজ্জা—সুধীর দত্ত
প্রধান কর্ম্মসচিব—আর,সি, পারেখ
ব্যবস্থাপক—মণিলাল শ্রীবাস্তব

পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণ—বিভূতি দাশ

সুরশিল্পী—শচীন দাশ মতিলাল

আবহ সঙ্গীত—সত্যদেব চৌধুরী
অর্কেষ্ট্রা—ক্যাল্ কাটা অর্কেষ্ট্রা

— সহকারী —

পরিচালনায়—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণে—দিব্যেন্দু ঘোষ, সুধাংশু ঘোষ

শব্দযন্ত্রে—পাঁচুগোপাল দাস
ব্যবস্থাপনায়—মোহন জাগ্‌গিস

চিত্রসম্পাদনায়—সুবোধ কর্ম্মকার, সদানন্দ রায় চৌধুরী

রসায়নাগারে—শম্ভু সাহা, সামান্য রায়, ননী দাস, অমূল্য দাস, সরল চ্যাটার্জি

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

সন্ধ্যারাণী ঘোষ (এম, পি)
জহর গাঙ্গুলী
বনানী চৌধুরী, বি-এ
বিভূতি গাঙ্গুলী
প্রমীলা ত্রিবেদী (নিউ সেঞ্চুরী)
কমল মিত্র
সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়
জীবেন বসু
মণিকা ঘোষ
নির্ম্মল রুদ্র
শঙ্করী ঘোষ
বটু গাঙ্গুলী
মায়া বসু
বিপিন বসু

প্রফুল্ল দাস, রাধারমণ পাল, ফাল্গুনি ভট্টাচার্য্য, মণি দাসগুপ্ত, আদিত্য মুখার্জ্জী দেবেন মুখার্জ্জী যতীন গোস্বামী ইত্যাদি।

আসিতেছে !

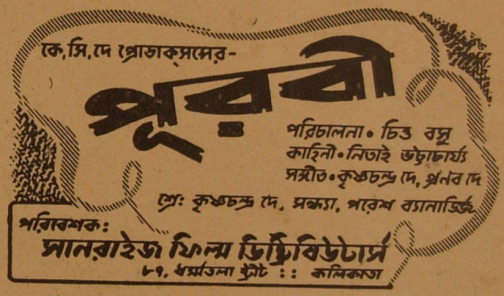

ডি লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটারস্ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

তপোভঙ্গ